বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

www.bgb.gov.bd

ঢাকা: ৩১ আগস্ট ২০১৭ বিজ্ঞপ্তি নম্বর- ৪৩/২০১৭

বিজিবি পরিচালিত শিৰাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের সম্মেলন-২০১৭

'আমাদের দৃষ্টিতে একটি শ্রেষ্ঠ স্কুল কেমন হওয়া উচিত' প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিজিবি পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের চারদিন ব্যাপী (২৮-৩১ আগস্ট) সম্মেলন আজ পিলখানায় শেষ হয়েছে। পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তরের ক্যাপ্টেন শহীদ আশরাফ হলে আয়োজিত সম্মেলনের সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবুল হোসেন, এনডিসি, পিএসসি, পি ইঞ্জ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। প্রথমবারের মতো বিজিবি পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের এই সম্মেলনে ঢাকার বাহিরে বিজিবির বিভিন্ন ইউনিটে অবস্থিত ২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহন করেন।

প্রধান অতিথির ভাষনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, তথ্য-প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষার এই যুগে আমাদের সন্তানদের বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাপদ্ধতিকে আধুনিকীকরণ করা ছাড়া ভিন্ন কোন উপায় বা পদ্ধতি নেই। বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী বিজিবির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়ন অসম্ভব। শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে– শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর গুণগত মানবৃদ্ধি। ভাল ফলাফল অর্জনের পাশাপাশি ভাল মানুষ তৈরি করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীকে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী বিজিবি কর্তৃক এ শিক্ষা সম্মেলন আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বিজিবির ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই চার দিনের সম্মেলন থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তা দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে সুপারিশমালা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য Quality Assurance Cell তৈরীর মাধ্যমে Outcome based education নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদেরকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আন্তঃ স্কুল প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। তিনি শিক্ষার্থীদের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে এবং গণিত-ভীতি দুর করার জন্য বিজিবি পরিচালিত কোন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজন ও শিক্ষার্থীদের তাতে অংশগ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন ওয়েবসাইড যেমন- খান একাডেমি, ইউটিউব ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চার অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এগুলো কাজে লাগাতে হবে।

বিশেষ অতিথির ভাষনে বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিককে সম্পদে পরিণত করতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সে শিক্ষা হতে হবে মানসম্পন্ন এবং তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিক্ষা। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আজ বিশ্বমানে পৌঁছে গেছে। বিজিবি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার প্রত্যাশিত মানোন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সেই প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের মাঝে কার্যকরী বিজ্ঞান চর্চা, উদ্ভাবনী মনোভাব সৃষ্টি, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আধুনিক মানসম্মত বিজ্ঞান ল্যাব থাকা জরুরী যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টিশীল মনোভাব জাগ্রত হয় এবং তারা ল্যাবরেটরী রিচার্জ কার্যক্রমে উৎসাহী হয়। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের নৈতিক জ্ঞানার্জন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের সময়মতো কারিকুলাম ও সিলেবাস সম্পন্নকরণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ, নির্ধারিত সময়ে শ্রেণিতে গমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করতে হবে এবং একই সাথে কার্যকরী জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করা আবশ্যক। তিনি বলেন, বিজিবির সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ করা হবে। বিজিবি মহাপরিচালক আরও বলেন, আমরা বিজিবির সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বিজিবির সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ যাতে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পরামর্শ তুলে ধরতে পারেন সে লক্ষ্যেই প্রথমবারের মতো এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনের সুপারিশমালা বিজিবির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, সারাবিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলদেশ গড়ার পাশাপাশি শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিত করতে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাণ প্রধানদের উদ্দেশ্যে বলেন, চারদিনের এই সম্মেলনে আপনারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা কাজে লাগিয়ে বিজিবির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়নে আমরা কাজ করে যাব ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মেলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিজিবির গুইমারা সেক্টর কমা-ার কর্নেল আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিএসসি । অনুষ্ঠানে বিজিবি সদর দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও পিলখানাস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুটির শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন ।

মুহম্মদ মোহসিন রেজা
জনসংযোগ কর্মকর্তা
মহাপরিচালকের পক্ষে

১ । সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা (প্রেস), তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা ।
২ । বার্তা নিয়ন্ত্রক, কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা ।
৩ । প্রধান বার্তা সম্পাদক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা ।
৪ । প্রধান বার্তা সম্পাদক, বাসস/ ইউএনবি/ বিডি নিউজ/ বাংলা নিউজ ।
৫ । চীফ রিপোর্টার, ...(জাতীয় দৈনিকসমূহ), ঢাকা ।
৬ । প্রধান বার্তা সম্পাদক, ...(সকল টেলিভিশন/ রেডিও), ঢাকা ।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা: ৩১ আগস্ট ২০১৭ বিজ্ঞপ্তি নম্বর- ৪৩/২০১৭

বিজিবি পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের সম্মেলন-২০১৭

'আমাদের দৃষ্টিতে একটি শ্রেষ্ঠ স্কুল কেমন হওয়া উচিত' প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিজিবি পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের চারদিন ব্যাপী (২৮-৩১ আগস্ট) সম্মেলন আজ পিলখানায় শেষ হয়েছে। পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তরের ক্যাপ্টেন শহীদ আশরাফ হলে আয়োজিত সম্মেলনের সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবুল হোসেন, এনডিসি, পিএসসি, পি ইঞ্জ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। প্রথমবারের মতো বিজিবি পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের এই সম্মেলনে ঢাকার বাহিরে বিজিবির বিভিন্ন ইউনিটে অবস্থিত ২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহন করেন।

প্রধান অতিথির ভাষনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, তথ্য-প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষার এই যুগে আমাদের সন্তানদের বিশ^নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাপদ্ধতিকে আধুনিকীকরণ করা ছাড়া ভিন্ন কোন উপায় বা পদ্ধতি নেই। বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী বিজিবির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়ন অসম্ভব। শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে-শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর গুণগত মানবৃদ্ধি। ভাল ফলাফল অর্জনের পাশাপাশি ভাল মানুষ তৈরি করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীকে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী বিজিবি কর্তৃক এ শিক্ষা সম্মেলন আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বিজিবির ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই চার দিনের সম্মেলন থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তা দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে সুপারিশমালা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য Quality Assurance Cell তৈরীর মাধ্যমে Outcome based education নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদেরকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আন্তঃ স্কুল প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। তিনি শিক্ষার্থীদের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে এবং গণিত-ভীতি দুর করার জন্য বিজিবি পরিচালিত কোন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজন ও শিক্ষার্থীদের তাতে অংশগ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন ওয়েবসাইড যেমন- খান একাডেমি, ইউটিউব ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চার অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এগুলো কাজে লাগাতে হবে।

বিশেষ অতিথির ভাষনে বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিককে সম্পদে পরিণত করতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সে শিক্ষা হতে হবে মানসম্পন্ন এবং তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিক্ষা। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আজ বিশ^মানে

পৌঁছে গেছে। বিজিবি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার প্রত্যাশিত মানোন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সেই প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের মাঝে কার্যকরী বিজ্ঞান চর্চা, উদ্ভাবনী মনোভাব সৃষ্টি, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আধুনিক মানসম্মত বিজ্ঞান ল্যাব থাকা জরুরী যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টিশীল মনোভাব জাগ্রত হয় এবং তারা ল্যাবরেটরী রিচার্জ কার্যক্রমে উৎসাহী হয়। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের নৈতিক জ্ঞানার্জন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের সময়মতো কারিকুলাম ও সিলেবাস সম্পন্নকরণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ, নির্ধারিত সময়ে শ্রেণিতে গমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করতে হবে এবং একই সাথে কার্যকরী জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করা আবশ্যক। তিনি বলেন, বিজিবির সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ করা হবে। বিজিবি মহাপরিচালক আরও বলেন, আমরা বিজিবির সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বিজিবির সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ যাতে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পরামর্শ তুলে ধরতে পারেন সে লক্ষ্যেই প্রথমবারের মতো এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনের সুপারিশমালা বিজিবির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, সারাবিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলদেশ গড়ার পাশাপাশি শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিত করতে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাণ প্রধানদের উদ্দেশ্যে বলেন, চারদিনের এই সম্মেলনে আপনারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা কাজে লাগিয়ে বিজিবির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়নে আমরা কাজ করে যাব।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মেলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিজিবির গুইমারা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিএসসি। অনুষ্ঠানে বিজিবি সদর দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও পিলখানাস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুটির শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুহম্মদ মোহসিন রেজা
জনসংযোগ কর্মকর্তা
মহাপরিচালকের পক্ষে